যুগান্তর

বৃহস্পতিবার, ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫
Thursday, 20 November, 2008

খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার

সাধারণ মানুষ চায় প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় করে জীবন ও জীবিকার চাহিদা পূরণ করতে। উন্মুক্ত বাজারে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা এবং সরবরাহের সমঝোতা ও ভারসাম্যের মাধ্যমে। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, চাহিদা কমলে দাম কমে। আবার সরবরাহ বাড়লে দাম কমে, সরবরাহ কমলে দাম বাড়ে। তবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ উন্মুক্ত বাজারের ওপর সবসময় ছেড়ে দেয়া যায় না। ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখা এবং খাদ্য সংকট নিরসনসহ কিছু দায়-দায়িত্ব সমাজ ও সরকারকে বহন করতে হয়। সরকারি হস্তক্ষেপ এবং উন্মুক্ত বাজারের মধ্যে প্রত্যাশিত সমঝোতার মাধ্যমে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হয়।

খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লেই যে চাহিদা খুব কমে বা মানুষ কম কেনে সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। অর্থনীতির ভাষায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদাকে বলা হয় ইন-ইলাস্টিক ডিমান্ড। দাম বাড়লে মানুষ খাদ্য কম কিনবে, কিন্তু কতটা কম কিনবে? যতক্ষণ না মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আক্রান্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য কম কিনে থাকতে পারবে। কিন্তু এর পর মানুষের ক্ষুধা মেটানোর জন্য যতটা দরকার ততটা খাদ্যই তাকে কিনতে হবে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যসহ মানুষের যে কোন চাহিদা বাড়তে থাকে। চাহিদা বাড়লে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এ দেশে একটি খারাপ প্রবণতা গড়ে উঠেছে— যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার পর পণ্যের দাম একধাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে

খাদ্যদ্রব্যের বাজারমূল্যের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমনকি মানুষ সৃষ্ট অপ্রত্যাশিত ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণেও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পায়। জলবায়ু সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন— বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ে বিপুল পরিমাণ ফসলহানি হয়। আবার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেও ফসলহানি হয়।

খাদ্য উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে সীমাবদ্ধ। তাই দাম বাড়লেও শস্য ঋতু ছাড়া বছরের মাঝপথে সরবরাহ বৃদ্ধির উপায় থাকে না। পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়লে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে অন্য জিনিস উৎপাদনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার খাদ্য উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন— তেল, গ্যাস, ডিজেল, পানি সেচ ব্যবস্থা, জীব, সার, কীটনাশক সব কিছুর বাজারমূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা প্রত্যাশিত দাম পাচ্ছে না। এভাবে দিন দিন প্রত্যাশিত লভ্যাংশ কমতে থাকলে মানুষ কৃষি উৎপাদনে আগ্রহ হারাতে বাধ্য হয়।

খাদ্যদ্রব্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারকে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়ার কথা ভাবতে হবে। উন্নতমানের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে স্বল্প খরচে বেশি উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবর্তিত জলবায়ু ও দুর্যোগের বিষয়টি মাথায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর ওপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে বন্যাজনিত দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পেতে দরকার উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

অযাচিতভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আবার অযাচিতভাবে বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও সরকারকে নজর দিতে হবে, যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এগুলো নিশ্চিত করা গেলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হবে এবং মানুষ প্রত্যাশিত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হবে।

ড. এম আজিজুর রহমান
ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা